হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা শুক্রবার ১ জানুয়ারি ২০১৬ ॥ ১৮ পৌষ ১৪২২ ॥ ২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ ৯ সংখ্যা | হাদিয়া : ১০ টাকা

প্রিয় নবী (সঃ)-এর ব্যবহৃত পোশাক জুব্বা পাগড়ী এবং চুল মোবারকের পরিধির বিবরণ

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

মোজা ও জুব্বা মোবারক : শাহ্ আব্দুল হক মোহদ্দেছ দেহলভী (রঃ)-এর লিখিত বিখ্যাত কিতাব মাদারেজুন নবুয়ত অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৯১ এর বর্ণনায় পাওয়া যায়– রসুলেপাক (সঃ)-এর দুটি সাদা মোজা ছিল। বাদশাহ নাজ্জাশী হুজুর (সঃ)-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তা সফরকালে পরিধান করতেন।

রসুলেপাক (সঃ)-এর তিনটি জুব্বা মোবারক ছিল। যুদ্ধকালে তিনি পরিধান করতেন। একটি জুব্বা ছিল সু-দস মিশ্রিত রেশমের, আরেকটি ছিল আতলাসের তিলসান নামক স্থানে তৈরী পোশাক। তিলসান ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ জায়গার নাম। তৃতীয় জুব্বা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও কাপড় কেটে সেলাই করে যে জামা প্রস্তুত করা হয় তাকে জুব্বা বলে। আর সে জামার যদি পকেট থাকে, তাহলে তাকে কামিজ বলে। আর যদি পকেট না থাকে তাকে কাবা বলা হয়, আর অন্যগুলোকে সাধারণভাবে জুব্বা বলা হয়। চাদর ও পাগড়ীকে জুব্বা বলা হয় না। তবে রসুল (সঃ)-এর দ্বিতীয় প্রকারের জুব্বাকে আতলাস বা তায়ালিসা বলা হত। তিলসান নামক স্থানের প্রস্তুত বলে তার এমন নামকরণ করা হয়েছিল। এটা একটি আজমী পোশাক ছিল যা ছিল কালো রঙের এবং গোলাকৃতির। তার তানা এবং বানা উভয়টি ছিল পশমের। হযরত আয়েশা (রাঃ) বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসুল (সঃ)-এর এই জুব্বা মোবারক হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর কাছে ছিল। রসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা সিদ্দিকার কাছ থেকে জুব্বাটি নিয়েছিলাম, রোগের শেফার জন্য, আমি ধৌত করে লোকদেরকে পানি পান করাতাম। হাদিসে মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ডে উল্লেখ্য আছে। তবে অধিকতর বর্ণনা ও বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা মতে প্রমাণ যাওয়া যায়, রসুলেপাক (সঃ)-এর ওফাতের পর আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর ২-এর পাতায় দেখুন

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শাজরায়ে মোবারক

ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মোর্শেদ শাহ্‌সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজরায়ে মোবারক

১. ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখখারে মউজুদাত হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (স:)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রা:)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা:)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রা:)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বজাকের ইজতেমার গুরুত্ব

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ইজতেমার আভিধানিক অর্থ জমায়েত হওয়া, একত্রিত হওয়া বা সমবেত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজিতে ইজতেমাকে গ্রেট কনফারেন্স, কনগ্রেগেশন, ২-এর পাতায় দেখুন

মহাপবিত্র ওরছের তাৎপর্য

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুদিশীকী ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জু-তারিখী ওফাত কো হুয়া কারতিহে'। অর্থ: ওরছ বুযুর্গাণে দ্বীন'। অর্থাৎ, পীর-মুর্শিদগণের 'সালানা' ফাতেহার অনুষ্ঠানের তারিখে তাঁরা ইন্তেকালপ্রাপ্ত হন। উর্দু ও ফার্সি অভিধানে 'ফিরোজুল্লুগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজী অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে– 'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদীকি ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ, জুতারিখী ওফাতকো ছাদিকী দাওয়াত তুয়ামে ওলীমা জামে আরসু' (ফিরোজুল্লুগাত) অর্থাৎ, ওরছ। (১) কোন বুযুর্গ অথবা পীর-মুর্শিদের ইন্তেকালের 'সালানা' তারিখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান। (২) বিবাহের দাওয়াত, ওলিমার খানা, বহুবচন আরুসু। Anniversary in memory of a saint. অর্থাৎ, সূফীসাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ওরছ বলে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ওরছ শব্দের নিম্নোক্ত অর্থ লেখা আছে, অলি দরবেশদের বেছালাত বা ওফাত তাদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ।

'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লাইউকজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'। অর্থাৎ, (কবরে নেক্কার সালেহীন ব্যক্তিকে বলা হয়) তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলহার মতো পরমানন্দে ঘুমাতে থাক, যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত অন্য আর কেউ ভাঙতে পারে না। (তিরমীজি শরীফ ও মেশকাত শরীফ ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭, দ্রষ্টব্য: ইশবাতি আযাবুল কবর অধ্যায়)। এই হাদিস শরীফের মিছদাক হিসাবে 'ওরছ' শব্দকে 'মানবকুলে শরয়ী' বলে গ্রহণ করা যায়। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ওরছ শব্দে গুরুত্ব ও তাৎপর্য গ্রহণ করেই সূফীগণ আল্লাহর অলিগণের ইন্তেকাল দিবসকে 'ইয়াউমুল ওরছ' বা ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। কারণ, ইন্তেকালের এই দিনে মিলনাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর অলিগণ মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ করে আকাঙ্ক্ষীত আত্মিক মিলনের পরমানন্দে বিভোর হয়ে যান। হাদিস শরীফে আল্লাহর অলিগণের পরম সুখকর এই আত্মিক অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থে বাসরঘরের দুলহার সঙ্গে পরম প্রশান্তিময় সুখনিন্দ্রার তুলনা করা হয়েছে। আরোও বলা হয়েছে, যে সুখনিদ্রা হতে ৩-এর পাতায় দেখুন

মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার গেট প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার গুরুত্ব

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ওরছ শরীফের গেট প্যাণ্ডেল ও আলোকসজ্জা করার বৈধতার বিষয়ে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহ.) তাঁহার রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বায়ানের ১ম খণ্ড ৮৭৯ পৃষ্ঠায় ১০ম পারা, সূরা তওবা, আয়াত নং-১৮ তে– 'ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসা-জিদাল্লাহি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আক্বা-মাস্‌স্বা-তা ওয়া আ-তায্‌যাকা-তা ওয়া লাম ইয়াখ্‌ শা ইল্লাল্লা-হা ফা'আসা উলা-য়িকা আই ইয়াকুনূ মিনাল মুহ্‌তাদীন'। আয়াতটির ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদিস শরীফের উল্লেখপূর্বক লেখেন– 'ফা-লামা কাদিমা তামিমুদ দারিউল মাদিনাতা সাহিবাতুহু কানাদিলু ওয়া হিবালা ওয়া জাইতান ওয়ালা-কা তিলকান কানাদিলা বে-ছেয়ারিউল মাসজিদি ওয়া উকিজ-দাদতু ফা-ক্বালা স. না ওয়ারতা মসজিতানা নাওয়ারাল্লাহু আলাইকা আমা-ওয়াল্লাহি লাওকানা লি-বিনতা লা-আনকাহ্ তুহা হায়া'। অর্থ: একদা হযরত তামীমুদ্দারী (র:) বহু ঝারবাতি, ২-এর পাতায় দেখুন

টিকা

সূফীবাদই নিষ্ঠার শিক্ষা দেয়, বিণয়ের শিক্ষা দেয়, আদবের শিক্ষা দেয়, সূফীবাদ-এ আসলে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যায়। তারা ভাবুক ও প্রেমা হয়। তারা আল্লাহমুখী হয়, অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করে, মা ও বাবার খেদমত করে। ওস্তাদ গুরুগণকে ভক্তি-তাজিম করে। বেনামাজী নামাজ পড়ে, বেরোজাদার রোজা রাখে, বেজিকিরুল্লাহ জিকির করে এবং তারা মানবসেবা করে, ভুখা মানুষকে খানা খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে।তাই সকল মানুষকে এই সুফীবাদের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা জানুয়ারি ২৮ ও ২৯ বৃহস্পতি ও শুক্রবার। বাদজুমা আখেরী মোনাজাত

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আমার আলো

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

কুতুববাগ দরবার শরীফের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমাদের সকল জাকের ভাই-বোনসহ সবাইকে জানাই স্বশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক মোবারকবাদ। সেই সাথে জানাই এ মহতী উৎসবে কাফেলাবদ্ধ হয়ে যোগ দেবার উদাত্ত আহ্বান। বছর ঘুরে আবারও আমাদের ভাগ্যের দুয়ারে মহাপবিত্র আলোর উদ্ভাস নিয়ে এসেছে ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা। আমরা যারা তরিকতপন্থি, তাদের সবারই জানা যে, আউলিয়া কেরামগণের ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানকে সূফীসাধকগণ 'ওরছ' নামে অভিহিত করেছেন। ওরছ হচ্ছে সূফীগণের এছতেলাহ্ বা খাস ভাষা। আহলে লোগাতগণ, সূফীসাধকগণ এই এছতেলাহকে মাজাজি অর্থে প্রণিধান করেছেন। উর্দু-ফার্সি অভিধান 'ফিরোজুল্লোগাত' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজি অর্থের বর্ণনায় বলা হয়েছে, (১) কোনো বুযুর্গ অথবা পীর-মুর্শিদদের ইন্তেকাল সালানার তারিখ উপলক্ষে ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান, (২) বিবাহের দাওয়াত, ওলীমার খানা। 'ফার্সি আরবি এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি' নামের কিতাবে (শেখ গোলাম মাকসুদ সম্পাতিদ) ওরছ শব্দের অর্থের বর্ণানায় লেখা হয়েছে 'এনিভার্সারি ইন বেঙ্গলি মেমোরী অব এ সেইন্ট'। অর্থাৎ, কোন সূফীসাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত (ড. এনামুল হক সম্পাদিত) ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'ওরছ' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে 'অলি-দরবেশদের বেছালাতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ। এসব বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাপবিত্র ওরছ সাধারণ কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এ হচ্ছে অনন্য এক মহামিলনের তীর্থ, যেখানে অলিআল্লাহগণ রুহানীভাবে উপস্থিতি থাকেন এবং ভাগ্যবান ধর্মপ্রাণ মানবপ্রেমী ভক্ত, আশেক-জাকেরানদের সমাবেশ ঘটে।

আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু মহান আউলিয়া কেরামগণের বেছালত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই ওরছ শরীফের তাৎপর্য অপরিসীম। সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই। এ বিষয়ে কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মুর্শিদ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় খাজাবাবা আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান বিস্তারীতভাবে একাধিক নিবন্ধে মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। সে সব লেখা যারা পড়েছেন, তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন কী গভীর তাৎপর্য অলি-আউলিয়া কেরামগণের আত্মার এই মহামিলনের। আমাদের দরদী দাদাপীর উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মোফাসসিরে কোরআন শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী (রহ.)-এর পবিত্র ওফাত উপলক্ষে, প্রতি বছরের মতো এবারও কুতুববাগ দরাবর শরীফের দু'দিনব্যাপী বার্ষিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা আমাদের অসংখ্য জিকিরকারী ভাই-বোনদের এই মহামিলন বেঁচে থাকলে আবার আগামী বছর অর্থাৎ, ২০১৭ সালের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় যোগদানের সৌভাগ্য হতে পারে। যেমন, গত বছর বিশ্বজাকের ইজতেমায় যোগ দিয়েছেন, অথচ এবার যোগ দিতে পারবেন না, এমন জাকের-ভাইবোন অনেক রয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মরহুম ছারছীনা পীরসাহেবের নাতী আমাদের পীরভাই নূরে আলম দেওয়ান সাহেব। তিনি কয়েক মাস আগে ইন্তেকাল করেছেন। অথচ গত বছর তিনি ছিলেন আমাদের সাথে এবার নেই। বোনদের মধ্যেও অনেককে আমরা হারিয়েছি বিগত এক বছরে। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আর আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আসন্ন মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় যোগ দিতে যেন কোনরকম কার্পণ্য না করি। জানে-মালে খেদমত দিয়ে যেন নিজেদের ভাগ্যের ঘরে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের বাতি জ্বালাতে পারি। যার অন্তরে যে নেক মকসুদ বা আশা আছে, তা পূরণের জন্য এই মহামিলনের আখেরী মোনাজাতে মহান আল্লাহর দরবারে আমরা হাত তুলতে পারি।

আল্লাহতায়ালা তাঁর অলি-বন্ধু আমাদের মুর্শিদ কেবলাজানের উছিলায় আরোও অধিক রহমত ও নিয়ামত দান করবেন। আর একটি কথা, মোনাজাত শেষে ধৈর্য্য নিয়ে এক লোকমা তাবারক খাবেন, মহাপবিত্র ওরছের এই তাবারকের উছিলায় যেন, বড় বড় কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারি সেই নিয়ত করবেন। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি সকলেই যেন, রসুল (সঃ) ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এই সত্য তরিকতের বাণী ও আদর্শের ছায়াতলে শামিল হয়ে, শেষ নি:শ্বাসের কালে দরদী মুর্শিদের উছিলায় অন্তরে 'কল্‌বে' আল্লাহর জিকির নিয়ে যেতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর ব্যবহৃত পোশাক জুব্বা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিকট হুজুরের পরিধেয় যেসব পবিত্র বস্তু ছিল। বোরদ (চাদর), সাহারী জামা, উমানী লুঙ্গী, একটি ধোলাই করা কামিস, ইয়ামেনী জুব্বা, খমীসা, কাতীফা, সাদা চাদর এবং একটি লেপ যা 'ওয়ারস' দ্বারা রাঙ্গানো ছিল। ওয়ারস শব্দটি হিব্রু ভাষা যার অর্থ বিভিন্ন রঙে রাঙানো জিনিস। আর হুজুর (সঃ)-এর সাহারী একটি গ্রামের নাম। যাহা ইয়েমেনে অবস্থিত, এ জামাটি সাহারী গ্রামে তৈরী হয়েছে বলে তাহাকে সাহারী জামা বলে। হাদিসে এসেছে রসুলেপাক (সঃ)-কে দুটি সাহারী কাপড় দ্বারা দাফন করা হয়েছিল। আবার সাহার শব্দ দ্বারা হালকা লালকেও বুঝায়, আর উমানী লুঙ্গী দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'উমান' ইয়েমেনের একটি শহরের নাম। হুজুর (সঃ)-এর এই লুঙ্গীটির রঙ ছিল সাদা ধবধবে। 'তারিখে খোলাসা' কিতাবে পাওয়া যায় হুজুর (সঃ)-এর একটি রেশমী লুঙ্গী ছিল। যা তিনি মাঝে-মাঝে পরিধান করতেন এবং হুজুর (সঃ)-এর একটি জুব্বা মোবারক ছিল পাতলা চামড়া দিয়ে আবৃত, অধিকাংশ যুদ্ধে হুজুর (সঃ) এ জুব্বা পরিধান করতেন।

পাগড়ী : হুজুর (সঃ)-এর দুটি পাগড়ী মোবারক ছিল। যাকে সাহাব বলা হত। তাছাড়া হুজুর (সঃ)-এর আর একটি কালো পাগড়ী ছিল, যাহা পরিহিত অবস্থায় তিনি সাহাবায় কেরামকে নসিহতবাণী পেশ করতেন। তবে বোখারী শরীফের বর্ণনায় পাওয়া যায় হুজুর (সঃ)-এর একটি সবুজ পাগড়ী ছিল, যাহা হুজুর (সঃ)-কে আবসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী উপঢৌকন হিসেবে হাদিয়া দিয়াছিলেন। (মাদারে জুন নবুয়্যাত' ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৯১)। তবে পাগড়ীর ভিতরে রৌপ্য খচিত পিটুপি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

(হাদিস: ১৬৯৮) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– 'রাসুল (সঃ) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। রাসুল (সঃ) দীর্ঘদেহীও ছিলেন না। রাসুল (সঃ)-এর গায়ের রঙ ছিলো বাদামী'। আবু ঈসা বলেন– হুমাইদ আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত এ হাদিসটি হাসান।

(হাদিস: ১৬৯৯) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– 'আমি ও রাসুল (সঃ) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তার বাবড়িচুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতির নিচ পর্যন্ত লম্বা ছিল'।

আবু ঈসা বলেন– উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদিসটি হাসান সহীহ্'। উল্লেখিত হাদিসটি আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে 'রাসুল (সঃ) বাবড়িচুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতিকার নিচ পর্যন্ত লম্বা ছিল'। আবদুর রহমান ইবনে আবুস যিনাত, তাঁর বর্ণনায় এই শেষের অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন সিকাহ (আস্থাভাজন) বর্ণনাকারী এবং হাদিসে হাফেজ ছিল।

(হাদিস: ১৭২৭) উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– 'রাসুলুল্লহ (সঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তার মাথার চুলে চারটি বেনী ছিল' (ই. দা)।

(হাদিস: ১৭২৮) উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (সঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তাঁর মাথায় চারটি বেনী ছিল' (আ. ই. দা.)।

হযরত আবু ঈসা বলেন– এই হাদিসটি হাসান ও সহীহ্'।

বিশ্বজাকের ইজতেমার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্প্রিচুয়াল মিটিং, সেইন্ট অর্গানাইজিং, হায়ার ডিসিপ্লিনিং ইত্যাদি বলা হয়। যে ইজতেমায় দেশ-জাতি, দল-মত, গরিব-ধনী নির্বিশেষ সব শ্রেণির জিকিরকারী মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বিশ্বজাকের ইজতেমা বলে।

বিশ্বজাকের ইজতেমার শিক্ষা হলো আত্মশুদ্ধি লাভ করা। সকল জাতি ধর্মের জন্য তথা বিশ্বশান্তির জন্য, ইলমে তাসাউফের আলোকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে বিশ্বজাকের ইজতেমা। এখানে সবার জন্য আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, আত্মিক উন্নতি ঘটানোর ইজতেমা। এখানে মানুষের আত্মার রোগের চিকিৎসা করা হয়। মানুষের ভিতরের আত্ম অহংকার, কু-রিপু, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, অলসতা, অভদ্রতা, মূর্খতা, হুজ্জুতি ও গোড়ামী ইত্যাদিকে মহাস্রষ্টার নামে জিকির ও সাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন করে, পর্যায়ক্রমে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে ন্যায়-নিষ্ঠা, বিনয়, ভদ্রতা অর্জনের পথ দেখানো হয়। মানুষকে আদব-আজিজি, সভ্য, দানশীল, কর্মঠ, জ্ঞানী ও আমলধারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত সাধনার ফলে মানুষের আত্মা একটি বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়। ফলে নিজে শান্তিপ্রিয় হয়ে যায়, অপরকে শান্তিপ্রিয় বানাতে চায় এবং পরম শান্তি লাভ করে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ শান্তি লাভের জন্য, ইসলাম ধর্মে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলা হয়েছে। ধর্মের সাধকরাই মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়েছে। মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের এই শিক্ষাই বিশ্বজাকের ইজতেমার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

হে মানব সম্প্রদায়! রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য তরিকা, আহলে বাইয়াত ও পাকপাঞ্জাতনের ধারা জিন্দা ও তাজা করার লক্ষ্যে জানে-মালে খেদমতে এগিয়ে আসুন।

শাজরায়ে মোবারক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আররামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শব্দী (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহ্‌সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামাদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)
২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃছিঃআঃ)
৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃছিঃআঃ)
৩১. হযরত শাহ্‌সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২. হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)
৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ ওযাজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্‌শব্দী মোজাদ্দেদী (কুঃছিঃআঃ)
৩৫. মোজাদ্দেদে জামান শাহান শাহে তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নক্‌শব্দী মোজদ্দেদী (রঃ)
৩৬. শাহানশাহে তরিকত মোফাসসিরে কোরআন আলহাজ মাওলানা শাহ্‌সূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী(কুঃছিঃআঃ)
৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজদ্দেদে জামান শাহ্‌সূফী আলহাজ মাওলানা খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ কুতুববাগী নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী (মাঃ জিঃ আঃ)

মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার গেট প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রশি ও জয়তুনের তৈল সঙ্গে নিয়া মদীনা শরীফে আসেন এবং মসজিদে নববীর দেয়ালে বাতিগুলি রশিতে বাধিয়া ঝুলাইয়া দেন এবং বাতিগুলিতে তেল ঢালিয়া সেইগুলিতে অগ্নি সংযোগ করেন। এতদ্দর্শনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে বলেন, তুমি আমাদের মসজিদ আলোকিত করিয়াছ আল্লাহপাক তোমাকে আলোকিত করিবেন। অতঃপর রসুল (সঃ) উপস্থিত সকলকে সাক্ষি করিয়া বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি একটি কন্যা থাকিত তবে তাহাকে আমি তাহার সঙ্গে শাদী দিতাম। তাফসীরে রুহুল বায়ানের ১ম খণ্ড ৮৭৯ পৃষ্ঠায়, এই একই পর্বের আলোচনায় অতঃপর আল্লামা মুসান্নেফ (র:) মাযার শরীফে মোমবাতি জ্বালানো এবং আলোকসজ্জা করার স্বপক্ষের দলিল হিসাবে আল্লামা শামীর, ওস্তাদ হযরত আল্লামা শেখ আব্দুল গনি বাবলুসী রহমাতুল্লাহ আলাইহের 'কাশফুন নূর আন আসহাবিল কুবুর' গ্রন্থে লিখিত ফতোয়ার উল্লেখপূর্বক লেখেন: 'আল্লামা শেখ আব্দুল গনি বাবলুসী (র:) তাঁহার কিতাব– 'কাশফুন নূর আন আছহাবিল কুবুর' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারকথা হল এই, যখন 'বিদয়াতে হাসানা' শরিয়তের কোন উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে হয় তখন তাহা সুন্নত। অতএব উলামা, আউলিয়া ও সালেহীনদের গম্বুজ তৈরী করা এবং চাদর বা গিলাফ দিয়া সাজানো বা গের্দা বালিশ দিয়া সাজানো ইত্যাদি জায়েয।

কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা পর্যালোচনা করে দেখা গেল, ওরছ শরীফ জামে আম্বিয়া, জামে আউলিয়াদের মহাপবিত্র মজলিশ, কাজেই এই মজলিশকে রওশন করা, সৌন্দর্য্য বা ইসলামের ভাব-গাম্ভির্যতা বৃদ্ধি করতে যাইয়া, ওরছ শরীফের গেট প্যাণ্ডেল আলোকসজ্জা করা ফুল দিয়া সাজানো, খানা-পিনা করা, আতর গোলাপ ছিটানো ইত্যাদি খুবই উত্তম কাজ। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়। যে সমস্ত আম মানুষেরা সমালোচনা করিয়া বেড়ান, কুতুববাগ দরবার শরীফের ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় টাকা-পয়সা ব্যয় ব্যহুদা। অথচ আল্লাহতায়ালা সূরা ইমরানের ৯২ নং আয়াতে বলেন– 'লান তানা লুল বিররা হাত্তা তুনফিকু নিম্মা তুহিব্বুন ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী আলীম'। অর্থ: তোমরা যাহা ভালোবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত, তোমরা কখনও পূণ্যলাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ অবশ্যই সে সর্ম্পকে সবকিছু জানেন'।

নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত আবুবকর সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ছিলেন বংশের শেষ খলিফা এবং মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর সমসাময়িক, তাহাকে একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাহার দাদা কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) তাহাকে বলিতেছেন, গাউসে আজম (রহ.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-কে খেরকা শরীফখানি হাওলা করিয়া দাও। হযরত শাহ সেকেন্দার (রহ.) ভাবিলেন ঘরের নিয়ামত ঘরেই শোভা পায়। তাই তিনি খেরকা শরীফ প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করিলেন না। কিছুদিন পরে পুনরায় হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) স্বপ্নে তাহাকে খেরকা প্রদানের জন্য তাগিদ দিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাহা দিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) পূনবার স্বপ্নে দর্শন দিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, যদি তুমি পরকালের নিরাপত্তা কামনা কর এবং তরিকার নেসবত অটুট রাখতে চাও, তবে খেরকা শরীফ আজই হযরত শায়েখ আহমদ মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর নিকট পেশ কর। নতুবা নেসবত ও কামালত সবই সলব করিয়া লওয়া হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া হযরত শাহ সেকেন্দার (রহ.) ভীত হইয়া পড়িলেন, অতি প্রত্যুষে তিনি খেরকা শরীফ লইয়া হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর বাসগৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.) ফজরের নামাজের পর মোরাকাবায় রত ছিলেন। মোরাকাবা হইতে ফারেগ হইবার পর, শাহ্ সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং খেরকা শরীফখানি তাহার হাওলা করিয়া দিলেন। তিনি নির্জন কক্ষে গমন করিয়া খেরকা শরীফখানি পরম শ্রদ্ধাভরে পরিধান করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্ময়কর ঘটনার প্রকাশ ঘটিতে লাগিল। খেরকা শরীফ পরিধান করার সঙ্গে-সঙ্গে কাদেরিয়া তরিকার নেসবত প্রবল হইল। কাদেরিয়া নূর তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নকশবন্দিয়া নেসবত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে গেল। পুনরায় নকশবন্দিয়া নেসবত প্রবল হইল এবং কাদেরিয়া নেসবতকে ঢাকিয়া ফেলিল। পর্যায়ক্রমে কয়েকবার এইরূপ ঘটিল। ইতোমধ্যে হযরত গাইসে আজম (রহ.) তাশরিফ আনিলেন। তাহার সহিত আসিলেন সৈয়্যেদেনা আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু এবং কাদেরিয়া তরিকার অন্যান্য বিশিষ্ট বুযুর্গগণ । কিছুক্ষণ পর আসিলেন গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ও তাহার সিলসিলার অন্যান্য বুযুর্গবৃন্দ। অতঃপর হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.) সৈয়্যেদেনা আমিরুল মোমেনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুসহ তাহার সিলসিলার সমস্ত বুযুর্গগণ হাজির হইলেন। ক্রমে-ক্রমে কিবরিয়া, আলিয়া, সোহ্‌রাওয়াদিয়া বুযুর্গগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার আলোচনা শুরু হইল, প্রথমে উভয় হযরত-এর মধ্যে ইশারা বিনিময় হইল। হযরত গাইসে আজম (রহ.) বলিলেন, হযরত মোজাদ্দেদ (রহ.) শৈশবকালে আমার তরিকার বুযুর্গ হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.) এবং জিহবা চুষিয়া তরিকার সমুদয় কামালত হাসিল করিয়াছিলেন। সেই কারণে আমার তরিকার খেদমত করিবার জন্য তাহার উপর আমার দাবী প্রথম। হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.) বলিলেন, আমার সিলসিলার খলিফা হযরত বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে তিনি রসুলেপাক (সঃ)-এর বিশেষ আমানত পাইয়াছেন, অতঃএব তিনি আমার সিলসিলার খেদমত করিবেন। গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) বলিয়া উঠিলেন, তাহার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন আমারই সিলসিলাভুক্ত। তিনি আমাদেরই কোলে প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং সর্বপ্রথম আমার তরিকার খেলাফত লাভ করেন। তাই সর্বাপেক্ষা আমার দাবী অগ্রগণ্য। কিবরীয়া আলিয়া ও সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া বুযুর্গগণও তাহাদের নিজ নিজ দাবীর স্বপক্ষে দলিল পেশ করলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল, কেহই দাবী ছাড়িতে চান না। এই গুরুত্বপূর্ণ ও মনোহর মাহফিলে অংশগ্রহণ করিবার জন্য, এত অধিক সংখ্যায় অলি-আল্লাহগণের রুহ মোবারক উপস্থিত হইলেন যে, শেরহিন্দ শরীফের শহর ও শহরতলীর কোন জায়গায় খালি রহিল না। অবশেষে এই জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য, হযরত রসুলেপাক (সঃ) তাশরিফ আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনারা আপনাদের নেসবতের কামালতসমূহ সম্পূর্ণরূপে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানীকে সোপর্দ করুন। ইনি আপনাদের সকলেরই খলিফা, আপনারা সকলেই তাহার নিকট হইতে সমানভাবে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

অধিক সংখ্যায় অলি-আল্লাহগণের রুহ মোবারক উপস্থিত হইলেন যে, শেরহিন্দ শরীফের শহর ও শহরতলীর কোন জায়গায় খালি রহিল না। অবশেষে এই জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য, হযরত রসুলেপাক (সঃ) তাশরিফ আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনারা আপনাদের নেসবতের কামালতসমূহ সম্পূর্ণরূপে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানীকে সোপর্দ করুন। ইনি আপনাদের সকলেরই খলিফা, আপনারা সকলেই তাহার নিকট হইতে সমানভাবে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন

কিন্তু যেহেতু নবীদের পরে শ্রেষ্ঠমানব হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হইতে নবশবন্দিয়া তরিকার উৎপত্তি এবং ইহাতে আজিমাতের সহিত সুন্নতের অনুসরণ ও বেদাত বর্জন করা হয়। তাই তাজদীদের সংস্কারের বিশেষ খেদমত সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই তরিকাটি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাপূর্ণ। সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ি প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকার পরিপূর্ণ কামালত হযরত মোজাদ্দেদ (রহ.)-কে প্রদান করিলেন। ইহার সহিত যুক্ত হইল 'আলফেসানী' মোজাদ্দেদের খাস কামালত ও নেসবত এবং রসুলেপাক (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত খাস কামালতসমূহ। ইহা ছাড়াও মিশ্রিত হইল 'কাইয়্যূমিয়াত', 'ইমামত' ও 'খাজি নাতুর' রহমত প্রভৃতি বিশেষ কামালত। জন্ম নিল এক সমষ্টিভুত তরিকা। সর্বপ্রকার কামালতের আধার নতুন এই সিলসিলার নাম হইল তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া।

প্রশ্ন: মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আমল করিলে চার তরিকার আমল কীভাবে আদায় হয়?

উত্তর: হযরত গাউসে আজম বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বলিলেন, হযরত মোজাদ্দেদ (রহ.) শৈশবকালে আমার তরিকার বুর্যুগ হযরত শাহ কামাল কায়থলী (রহ.)-এর জিহ্বা চুষিয়া তরিকার সমুদয় কামালাত হাসিল করিয়াছিলেন। সেই কারণে আমার তরিকার খেদমত করিবার জন্য তাহার উপর আমার দাবী। হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি বোখারী (রহ.) বলিলেন, আমার সিলসিলার খলিফা হযরত বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে তিনি রসুলেপাক (সঃ)-এর বিশেষ আমানত পাইয়াছেন। অতএব, তিনি আমার সিলসিলার খেদমত করিবেন। গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) বলিয়া উঠিলেন, তাহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন আমারই সিলসিলাভুক্ত। তাই সর্বাপেক্ষা আমার দাবী অগ্রগণ্য। কিবরীয়া আলিয়া ও সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া বুযুর্গগণও তাহাদের নিজ নিজ দাবীর স্বপক্ষে দলিল পেশ করলেন। তাঁহাদের সকলের দাবী নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য, হযরত রসুলেপাক (সঃ) তাশরিফ আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনারা আপনাদের নেসবতের কামালতসমূহ সম্পূর্ণরূপে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানীর কাছে সোপর্দ করুন। আজ হইতে শায়েখ আহমদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) আপনাদের সকলেরই খলিফা। আপনারা সকলেই তাহার নিকট হইতে সমানভাবে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। সকলের দাবী সমাধান হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ি প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকার পরিপূর্ণ কামালাত হযরত শায়েখ আহমদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-কে প্রদান করিলেন।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন, উপরোল্লেখিত চার তরিকার ইমামগণের কামালাত রসুল (সঃ)-এর মাধ্যমে, হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানীর কাছে সোর্পদ বা ন্যাস্ত করা হইল। এ জন্য মোজাদ্দেদিয়া তরিকা আমল করিলে চার তরিকার আমল হইয়া যায়।

মহাপবিত্র ওরছের তাৎপর্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাকে শুধু তার আপন মাশুকই জাগাতে পারে, অন্য কেউ নয়। এখানে সুখনিদ্রা বোঝাতে পবিত্র আত্মাসমূহের পারলৌকিক চির পরিতৃপ্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করার অধিকার অন্য কারও নাই। সুবিখ্যাত জা'আল হক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায়, ওরছ শব্দের উৎপত্তি এই মানকুলে শরয়ীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উরসের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাদী। এ জন্যই বর-কনেকে আরবী ভাষায় ওরছ বলা হয়। বুযুর্গাণে-দ্বীনের ইন্তেকাল দিবসকে এজন্যই ওরছ বলা হয় যে, মিশকাত শরীফে ইশবাতি আযাবুল কবরী শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার নাকির মাইয়্যাতের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তখন তাকে বলেন– 'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লা ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'। অর্থ: আপনি সেই দুলহার মত শুয়ে পড়ুন, যাকে তার আপনজন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। তাই মুনকার নাকির ফিরিশতাদ্বয় যেহেতু ঐ দিনকে 'উরুস' বলেন, সেহেতু ওরছ বলা হয়। অথবা এজন্য যে, ঐ দিন জামালে মুস্তফা (সঃ)-কে দেখার দিন। মুনকার নাকির হুজুর (সঃ)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ? তিনিই তো সৃষ্টি জগতের দুলহা, সারাজগত তারই স্পর্শের প্রতিফলন। মহান আল্লাহতালার সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন নিশ্চয়ই উরসের দিন, এজন্যই এ দিনকে ওরছ বলা হয়। (আস্তা মা আমান আহব্বাবতা) অর্থাৎ, তুমি যাহাকে ভালোবাস আখিরাতে তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে। হাদিস শরীফের এই সূত্র অনুযায়ি আল্লাহর অলিগণ যখন নশ্বর ভুবন ছেড়ে, অবিনশ্বর ভুবনে গমন করেন তখন তা মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে চিরায়ত মিলনকক্ষে মিলিত হন। হাদিস শরীফে প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের এই মিলনমুখী অভিযাত্রার বিষয় বলা হয়েছে। মৃত্যু সেতু তুল্য বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেয়, (মাকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা)। উল্লেখিত হাদিসসমূহে এবং আয়াতে কারিমায় আল্লাহর অলিদের ইন্তেকালের দিনকে পরমবন্ধুর সঙ্গে মিলনের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্য ইন্তেকালের দিনটি হয় পরম সান্তনার, পরম তৃপ্তির এবং পরম সুখের। 'মেছবাহুল লোগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী অর্থে আনন্দ বা খুশিতে আল্লাহতায়লার সঙ্গে মহামিলন বলা হয়েছে। সুতরাং আউলিয়া কেরামের ইন্তেকালের দিনকে ইহ্‌য়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরণ করার সঙ্গে পবিত্র কোরআন হাদিস এবং আভিধানিক (হাকিকী ও মাজাজী) অর্থের কোথাও কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই।

ওরছ শরীফ নামকরণের হাদিসানুগ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আউলিয়া কেরামের আরওয়াহ্‌পাকের হুজুরে ছওয়াব রেছানী, ফাতেহাখানি বা ইছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠানকে এজন্যই সূফীগণ ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। বিভিন্ন হাদিস শরীফের বর্ণনায় 'ইছালে ছওয়াব' বা 'ছওয়াব রেছানী' অনুষ্ঠানকে আত্মার জন্য, পরম খুশির বা আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। যেমন, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে আত্মীয়ের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ কোন দান বা দোয়া যখন কোন ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির রুহে পৌঁছে, তখন সে এরূপ আনন্দিত হয়, যেমন জীবিত ব্যক্তি উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়ে থাকে! (এহ্‌য়া উল উলুম

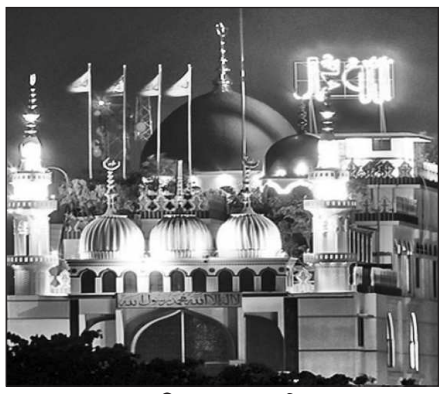

কুতুববাগ দরবার শরীফের গম্বুজ ও মিনার (সদর দপ্তর)

দ্রষ্টব্য)। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদিসে বলা হয়েছে- 'নাম কানাউমাতিল উরুসীললাতি লা ইউকিজাহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি ইলাইহ্'। অর্থাৎ, অতঃপর কবরবাসী ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি অথবা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে দোয়া কামনা করে। তদাবস্থায় যদি কেউ তার জন্য দোয়া করে, তবে সে এত অধিক খুশি হয় যে, জীবিতাবস্থায় সমস্ত দুনিয়া উপহার হিসাবে পাইলেও সে এতো খুশি হইত না। যেহেতু ওরছ শব্দের আভিধানিক এক অর্থ 'খুশি' বা 'আনন্দ' (মেছবাহুল লোগাত দ্রষ্টব্য)। সেহেতু আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছওয়াব রেছানীর এই অনুষ্ঠানকে ওরছ নামকরণ করার মধ্যে কোন ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্যতা নাই। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যখন আল্লাহর অলি ও বুযুর্গ কামেলপীর মুর্শিদদের নামে ওরছ অনুষ্ঠান করে থাকি, তখন ঐ সমস্ত মহা আত্মাগণ জীবিত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করেন যা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়।

পরিশেষে ওরছ প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, কোন কোন স্থানে ওরছ উপলক্ষে শরার বেআইনী শরিয়ত ও মারেফতের বিরোধী কর্মকাণ্ড হইয়া থাকে, এই অজুহাতে মহাপবিত্র নির্দোষ ওরছকে নাযায়েজ আখ্যায়িত করা নিরেট মূর্খতা। যাহারা হক্কানী আলেম নায়েবে রসুল, তাহারা আধ্যাত্মিক কার্যক্রমভিত্তিক ওরছকে জায়েয এবং মোস্তাহছান বলে থাকেন। ইহার আধ্যাত্মিক কার্যক্রম সমূহের মধ্যে পবিত্রতার মহা উপাদান আছে, কাজেই ইহা পবিত্র অনুষ্ঠান হিসাবে বিবেচ্য হইয়া থাকে। ওরছ মোবারক শরিয়ত ও মারেফত অনুসারীদের অতি গুরুত্বপূর্ণ খাস অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে গুরুত্বসহকারে ওয়াজ নসিহতের তালিম, জিকির-আজগার, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তাসাউফের আদর্শ মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করা হয়। হযরত মহানবী (সঃ) এবং তদীয় মহান 'আহলে বায়েত'-এর প্রতি মহব্বতের অপরিসীম আধ্যাত্মিক গুরুত্ব, আউলিয়া কেরামের প্রতি মহব্বতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করার জন্য ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি বা ইলমে মারেফতের সম্যক তাৎপর্য এবং ইহার অপরিহার্য্যতা ব্যাখ্যা করার নিমিত্ত ওরছ মোবারকের মধ্যে, ওয়াজ নসিহতের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হইয়া থাকে যাহাতে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পথহারা মানুষ প্রকৃত সত্য শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের আদর্শভিত্তিক তরিকায় চলিতে পারে। এইভাবে ওরছ মোবারকের মধ্যে আউলিয়া কেরামের যেসকল জীবনাদর্শ, নসিহত বা মতবাদ প্রচার করা হয় তাহা পবিত্র কোরআন এবং হাদিস শরীফের পর পরই আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহন করে। ওরছ মোবারক তাসাউফের আদর্শ মতবাদ প্রচার প্রসার বিস্তৃত ঘটানোর লক্ষ্যে এই বিশেষ মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় উপস্থিত থাকিয়া বরকতপূর্ণ দোয়ার মজলিশে আপনারা নিজেদের, পিতা-মাতা ও বংশধরদের মধ্যে যাহারা দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন, তাহাদের আত্মার মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য, নিজেদের আত্মশুদ্ধি কুলবের ছালিম ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য, জরাব্যাধি, বালা-মসিবত কঠিন রোগ-বিমার ও অভাব, দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য এই দোয়ার মজলিশে হাজির হইয়া মোনাজাত শেষে এক লোকমা বরকতপূর্ণ তাবারক ধৈর্য্যসহকারে গ্রহণ করিবেন।

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান

মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় সূলভ মূল্যে বিজ্ঞাপণ আহ্বান করা হলো। আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে আমরাও ভূমিকা রাখতে চাই।

মহানবী (সঃ)-এর ইসলামে তথা ইলমে তাসাউফ-সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের লেখা এবং আত্মার আলো'তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করা হলো। আমরা গুরুত্বের সঙ্গে তা প্রকাশ করবো লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়।

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত আবুবকর সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হইতে নকশ্‌বন্দিয়া ও মোজদ্দেদিয়া তরিকার উৎপত্তি

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

এই তরিকা আমল করলে চার তরিকার আমল হয়ে যায়

একদা হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.) নির্জন কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় রসুলুল্লাহ (সঃ) তশরিফ আনিলেন। সঙ্গে সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) অসংখ্য ফেরেশতা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ আসিলেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার পবিত্র হাতে হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.)-কে একটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক পরাইয়া দিয়া বলিলেন– শায়েখ আহমদ, মোজাদ্দেদ-এর প্রতীক স্বরূপ এই বিশেষ খিলআত তোমাকে পরাইয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে তুমি মোজাদ্দেদ আলফেসানী অর্থাৎ, দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। আমার উম্মতের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব আজ হইতে তোমার উপর অর্পিত হইল'।

সাধারণত: পয়গম্বর (আঃ)গণ চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। হযরত শায়েখ আহমদ (রহ.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হইয়াছে, তখন তিনি 'মোজাদ্দেদে আলফেসানি' এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত গাউসে আজম মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) পাঁচ'শ বছর পূর্বে মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-এর আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাহার খেরকা মোবারক খাস কামালতে পরিপূর্ণ করতেন। নিজ সাহেবজাদা ও খলিফা হযরত তাজুদ্দিন আব্দুর রাজ্জাক (রহ.)-কে প্রদান করিয়া, অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে– মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদের আবির্ভাব ঘটিলে যেন এই খেরকা তাহার নিকট হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খেরকা শরীফ আমানত স্বরূপ ক্রমাগতভাবে তাহার খলিফাগণের মাধ্যমে সর্বশেষ হযরত শাহ্ সেকেন্দার কায়থলী (রহ.)-

৩-এর পাতায় দেখুন

TMI
দেশ ও জনগণের সেবায়
আসুন সূফীবাদের শিক্ষার মাধ্যমে
আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।
Proprietor
Mohammad Zafar Hossain
Tan-Man International
Contractor (MES) Bangladesh, Army, Air, Navy, BGB
আস্থা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের অর্জন...
21/ B, Kawran Bazar Lane (Garden Road), Tejgaon, Dhaka- 1215
P/Off : 88/ B & C, Lack Circus, Kalabagan, Dhaka- 1205
Cell : 01912014495, 019111 70294, 015534 62702
E-mail : tanmanzafar@yahoo.com, Tanmaninternational15@gmail.com

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন
মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU & NICU
লাইফ সার্পোট এ্যাম্বুলেন্স ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি পাওয়া যায়
বি:দ্রঃ অসুস্থ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি, অক্সিজেন, আইসিও, সিসিইউ, এনআইসিও গাড়িসহ ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

TA
ত্বহা তাসিন অটোমোবাইলস্
আমদানীকারক, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ
১০০% অরিজিনাল
রিকন্ডিশন গাড়ীর অরিজিনাল হাফ কাট, নোস কাট, বডি পার্টস এবং যে কোন গাড়ীর ইঞ্জিনসহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং অগ্রীম অর্ডার নেয়া হয়
জাপান থেকে আমদানীকৃত
শোরুম-১
২০/১, সাতমসজিদ হাউজিং
বেড়ী বাঁধ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭০ ১২৩৪
০১৭১২ ২৩ ৯৫৩৭
শোরুম-২
ক-১/আই-১
রসুলবাগ, মহাখালী
ঢাকা-১২১২
০১৯৫১ ৭৫ ১২৩৪
০১৯৫১ ৭৬ ১২৩৪
শোরুম-৩
৩৭/২ শ্যামলীবাগ
শ্যামলী, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭৩ ১২৩৪
০১৭১১ ৯২ ৭৮৫৬
e-mail : gmckhan@gmail.com, Fax : +8802-9104328, web :www.ttautosbd.com

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নসিহত বাণী

১. যদি খাঁটি মুসলমান হইতে চান! শরীয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম আহ্‌কাম মানিয়া চলুন। তাহলে মারেফতের এলেম সহজ হইয়া যাইবে। হামেশা (সর্বদা) ফয়েজ ও তাজাল্লী আপনার উপর ওয়ারেদ হইতে থাকিবে।
২. ছবর-ই (ধৈর্য্য) ধর্ম।
৩. অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ তালাশ করুন।
৪. প্রত্যেক নিঃশ্বাসে খেয়াল ক্বালবের ভিতর ডুবাইয়া রাখুন। নচেৎ হালাক বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় আছে। জীবনভর এবাদত করিয়া শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহকে ভুলিয়া মরিলে, যাবতীয় এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। জীবনের মেহনত ও ইবাদতের কোনই ফল ইহবে না। তাই আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দাগণ শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহর নামের সাথে দম বাহির হইবার জন্য জীবনভর আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতেন। আপনারা ঈমানের সহিত মরিবার জন্য কয়দিন কাঁদিয়াছেন? মাতালের মতো বেহুঁশ হইবেন না। হুঁশ করুন অমূল্য জীবন আর ফিরিয়া পাইবেন না।
৫. আত্মশুদ্ধি করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আদর্শ ফরজ। আত্মশুদ্ধি না হইলে নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। আর নিয়ত শুদ্ধ না ইহলে কোন এবাদত ই শুদ্ধ হইবে না।আত্ম জিন্দা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়া কবরে যাইতে পারিবে না।
৬. আমার এই তরীকার মূল শিক্ষা বা নীতি– চুরি করিবে না, ডাকাতি করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, না হক খুন করিবে না, বে আইনী কাজ করিবে না।
৭. ওরছ শরীফের মজলিশ-এ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত , জিকিরি আজকার ও ওয়াজ নসিহত করা হয়। জাম আম্বিয়া জামে আওলিয়া ও তামাম পৃথিবীর মোমেন মোমেনাতের আরওয়াহ পাকের উপর ছওয়াব রেছানী করা হয়। তাই আল্লাহ ও হযরত রাসূল পাক (স:) এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী জাকেরদের আদব ও মহব্বতের সহিত জবান বন্ধ করিয়া রাখিবার স্থান। হে জাকের ও আশেকগণ! মহান আল্লাহ তায়লার জিকিরে সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।
৮. আল্লাহকে চিনিবার পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট লোক-নিন্দা সহ্য করিতে হয়।
৯. ধীর স্থির ও অচঞ্চল ব্যক্তিই প্রকৃত মোমেন। যা মনে হয় তাহাই তিনি মনে করেন না এবং মুখে যা আসে তাহাই তিনি বলেন না।
১০. এক মুহূর্তকাল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সহস্র বছরের রোজা নামাজের চাইতে উত্তম।
১১. আল্লাহকে যিনি প্রকৃতভাবে চিনিয়াছেন, তিনিই তাহার সাথে ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুধুই দুনিয়াকে চিনিয়াছেন, সে আল্লাহ তালার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছেন।
১২. পাঁচ ব্যক্তির সাথে সংস্রব রাখিও না (ক) মিথ্যুক- তাকে সঙ্গে রাখিলে ঠকবে, সে তোমার হিতকারী হতে পারে। সে জিন মূর্খ্যতার দরুন তোমার অমঙ্গল ঘটাবে। (খ) কৃপণ- সে সর্বদা নিজের লাভের জন্য তোমার ক্ষতি করিবে। (গ) নির্দয়- অভাবের সময় সে তোমাকে ধ্বংস করিবে। (ঘ) কাপুরষ- তোমার প্রয়োজনের সময়, সে তোমাকে ত্যাগ করিবে।(ঙ) ফাছেক- তার লোভ লালসা অত্যন্ত বেশী। নিজ স্বার্থের খাতিরে সে তোমাকে প্রাণে হত্যাও করিবে পারে।
১৩. যে ব্যক্তির অন্তরে যে পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে, সে পরিমাণ তার বুদ্ধি লোপ পাইবে।

বিশেষ বার্তা

বাংলাদেশের অন্য কোন দরবারের সঙ্গে যদি '... বাগ' শব্দটি সংযুক্ত থেকে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে কুতুববাগ দরবার শরীফের কোনো সম্পর্ক বা নেছবত নেই। কুতুববাগ দরবার শরীফের অবস্থান : ৩৪ ইন্দিরা রোড (ইসলামীয়া চক্ষুহাসপাতালের দক্ষিণ পাশে), ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রচারে : কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী প্রচার কমিটি

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.